ব্যাপক প্রচার দরকার

নাজীমউদ্দিন মোস্তান / মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

এস.এস.সি/এইচ.এস.সি. পরীক্ষা কমপিউটারায়নের কাজ এগুচ্ছে

৪টি শিক্ষাবোর্ডের ১৫ লক্ষ এস.এস.সি./এইচ.এস.সি. পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাগ্রহণের সার্বিক আয়োজন রেজিস্ট্রেশন, ফরমপূরণ, পরীক্ষাপত্র তৈরী, পরীক্ষাপত্র নিরীক্ষণ, নম্বর গণনা ও ফলাফল প্রকাশ কমপিউটারায়ন করা হচ্ছে ১৯৯৪ সনে। এ কাজের মূল দায়িত্ব পেয়েছে প্রকৌশল ভার্সিটির কমপিউটার সেন্টার। সিসকম মেশিনপত্র সরবরাহ করতে যাচ্ছে। ফরম ও ৩ কোটি পরীক্ষাপত্র মুদ্রণের-কাজ বিদেশে যাবে। পরীক্ষা গ্রহণের একমাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের লক্ষ্য স্থির করেছেন এ কার্যক্রমের নীতিনির্ধারকরা।

এত ব্যাপক ও বিস্তৃত কাজের আয়োজন চলছে কিন্তু নীরবে। তবু সমস্যা কিছু আছে। নতুন কাজে যা হয় তেমন একটা ভাব। কৃতিত্বের দাবী অনেকের। কেউ বলছেন, নীতিনির্ধারকরা কমপিউটারায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ততটা অবহিত নন। যারা প্রযুক্তির নাবিক তাঁরা অন্যদের অজ্ঞতার কথা বলে নিজেদের গুরুত্ব বোঝাতে চান। এ পরীক্ষার পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার্থীদের অবহিত করেননি কর্তৃপক্ষ। ৩ কোটি উত্তরপত্র মুদ্রণ, আনয়ন ও বন্টনের কাজে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্তা ও বোর্ড চেয়ারম্যান পরীক্ষা কমপিউটারায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে কাতার গেছেন। তাদের কারো কমপিউটার সাক্ষরতা ও ধারণা আছে বলে জানা যায়নি। এ নিয়ে প্রযুক্তি মহলে চাপা ক্ষোভ আছে।

প্রকৌশল ভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ মোহাম্মদ **শাহজাহান** মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মান, ফলাফল ও শীর্ষ স্থান ও অবস্থান সম্পর্কে জনমনে সৃষ্ট নানা সন্দেহ এবং দুর্নীতির অভিযোগগুলোর প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে **কমপিউটার জগৎকে** বলেছেন, এ অনাস্থা ও দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যেই তাঁদের ভার্সিটির কমপিউটার কেন্দ্র পুরো প্রায়োগিক কাজটি সম্পন্ন করে দিচ্ছে। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ মহল অনুমান করেন যে, এ দুটো পরীক্ষার খাতা দেখা ও ফলাফল নির্ধারণের নানা পর্যায়ে প্রচলিত পদ্ধতির সুযোগে শত শত কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছিল। পরীক্ষকের হদিস বের করে খাতা দেখার পর্যায়ে ও পরবর্তী স্তরে নম্বর বাড়িয়ে নেবার দুর্নীতিতে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, পরীক্ষক জড়িত হয়ে পড়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে অজস্র। বুয়েটের ভাইস-চ্যান্সেলর বললেন, নূতন পদ্ধতিতে পরীক্ষাপত্রে এমন বারকোডের নিদর্শন থাকবে, যা দিয়ে কমপিউটার ছাড়া আর কারো পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হবেনা উত্তরপত্রটি কার। ফলে পদ্ধতিই দুর্নীতির অবকাশ দূর করে দেবে। পরীক্ষার উপর ফিরে আসবে জনগণের আস্থা। বুয়েট কমপিউটার সেন্টার থেকে জানা গেছে তাঁরা যে দায়িত্বগুলো হাতে নিয়েছেন, সেগুলো হচ্ছেঃ

১) পদ্ধতি বা সিস্টেম দাঁড় করানো।

২) ৯৪ সনে কমপিউটারায়িত পরীক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

৩) Transfer of Technology অর্থাৎ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তর।

বুয়েট সিস্টেম নির্মাণ করছে এ নিয়ে অহংকারের সাথে ভাইস-চ্যান্সেলর বললেন, আমরা যে সিস্টেম টোটাল প্যাকেজ তৈরী করে দিচ্ছি, তা "বাইরের" (বিদেশী বিশেষজ্ঞদল অর্থে) কাউকে দিয়ে নির্মাণ করলে ১০ কোটি টাকা খরচ পড়তো।

কমপিউটারায়নে মন্ত্রীর আগ্রহ নেই। এর মধ্যে শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক তাঁর দফতরের মত বোর্ড পরীক্ষাতেও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে অগ্রসর হয়েছেন। এ সাধুবাদের ভাষাটি ইতিমধ্যে নানা স্তরে শোনা যায়। তাঁর সাথে কথা বলতে গিয়ে বোঝা গেল, শিক্ষা, বিশেষ করে পরীক্ষা পদ্ধতিকে দুর্নীতিমুক্ত ও গতিশীল করার জন্য "যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের মত সমর্থন ও আশ্বাস" এই সচিব প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছেন। সচিব ইরশাদুল হক বোর্ড পরীক্ষা কমপিউটারায়নের ব্যাপারে কথা বললেন কম।

ইরশাদুল হক বললেন, আমাদের এক্ষেত্রে ৪টি স্তর পার হতে হবে।

প্রথমে Student data base তৈরী। ৮ই জানুয়ারী এর কাজ শুরু হবে। বিদেশ থেকে ফরম তৈরী করে এনেছেন তাঁরা। সচিব "দাখিলা" শব্দটি ব্যবহার করলেন। কমপিউটারের তথ্যপত্র, ওয়ার্কশীটের মত এই দাখিলা পত্র।

তারপর দ্বিতীয় পর্বে উত্তরপত্রের কভার তৈরী। ৩ কোটি কভার বিদেশ থেকে ছাপা হয়ে আসছে। যথাসময়ে যেন এ পরীক্ষা উপকরণ ছাপা হয়ে আসে। সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় ও বোর্ড সচেষ্ট। একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এ সকল ফরম সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে। রেজিস্ট্রেশন হতে খাতা পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়ায় কমপিউটারায়নের ফরম খাতা তৈরীতে, ইরশাদুল হকের মতে খরচ পড়বে খুব সামান্য। ছাত্র প্রতি মাত্র ৫.০০ টাকা।

আভাস দিলেন, বিদেশ থেকে সংগ্রহের ক্ষেত্রে যা হয়, বিশেষ করে প্রতিযোগিতার মুখে কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান যদি কম দরে কাজ করতে রাজী হয়– বিলম্বসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তবু শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক আশা করছেন উত্তরপত্র পাওয়া যাবে।

৩ কোটি পরীক্ষার খাতা এনে ৭৫০টি কেন্দ্রে বিতরণ এবং সংগৃহীত খাতা দেখে তার ফলাফল প্রকাশের বিশদ দিকগুলো এখন বোর্ডের কাজ।

সচিব ছাত্র পিছু সার্বিক ব্যয়বৃদ্ধি ৫.০০ টাকা হিসাব করলেও বোর্ডগুলোর কমপিউটারায়িত পরীক্ষার জন্য স্কুলগুলো বিষয় প্রতি ৫.০০ টাকা বাড়তি ফী হিসাব করে পরীক্ষার ফী আদায় করতে শুরু করেছে। রাজনীতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থার দুষ্টগ্রহ পরীক্ষা ছেড়ে পরীক্ষার্থীদের ধরেছে। কোন কোন স্কুল ১৫০০ টাকা হতে ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত ফী আদায়ের চাপ দিচ্ছে অসহায় শিক্ষার্থীদের উপর।

বুয়েটের কমপিউটার সেন্টার থেকে কেউ কথা বলতে চাননি। তারপরও জানা গেল, টার্ণ কী ভিত্তিতে পুরো ব্যবস্থাটি নির্মাণ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার চুক্তিতে কাজ করছে বুয়েট কমপিউটার সেন্টার। একাজ একটা "challenging project"। কারণ "বুয়েট হাত না দিলে এধরণের প্রকল্পে অন্য কারো পক্ষে হাত দেওয়া সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ"।

এ কাজ নিটোলভাবে সম্পাদনের জন্য তারা কয়েকটি পূর্বশর্তের কথা বলেছেন, যেমন–

সকল স্তরের সহযোগিতা।

যথাসময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র সরঞ্জাম সরবরাহ।

মূল টেকনিক্যাল কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ দলটিকে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে টানাহেঁচড়া করলে মূল কাজ ব্যাহত হবে। কারণ, এ কাজ খুবই গভীর মনোযোগের দাবী রাখে।

ব্যাপক প্রচার দরকার

বুয়েট তার কাজ করছে। কিন্তু বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের দায়িত্ব পালন করছেনা। সে কাজটি প্রচারের।

কমপিউটারায়িত পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আরেকটি গুরুত্ববহ কাজ হচ্ছে, ব্যাপক প্রচার। কারণ, খুবই সাধারণ ও অবুঝ প্রায় ১৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত এতে জড়িত। শিক্ষার্থীরাতো বটেই, অনেক শিক্ষক/ অভিভাবকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, পরীক্ষার খাতাতো দেখবে কমপিউটার। অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্নের উত্তরে একই সাথে যদি ৪টি উত্তর কেউ দিয়ে দেয়, তাহলে কমপিউটার তার মধ্যে শুদ্ধটি পেয়ে সমস্ত নম্বর দিয়ে বসবে নাতো ? একটি প্রশ্নের একাংশের উত্তর বা আংশিক উত্তরে কমপিউটার নম্বর দেবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় ছাত্রদের। তিনি বলেছেন, কমপিউটার আংশিক জবাবে আংশিক নম্বর দেবে। তবে এসব ভ্রান্তি নিরসনের জন্য ব্যাপক প্রচার দরকার।

প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রশিক্ষণ চলছে

পদ্ধতি নির্মাণের পর্যায় থেকে বুয়েট কমপিউটার সেন্টার চারটি বোর্ডের লোকজনকে সাথে সাথে রেখে এমনভাবে কর্মপদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছে, যেন তারা পরে নিজেরাই এ সিস্টেম রান করতে পারেন। বোর্ড ছাড়াও কিছু বাছাই করা স্কুলকে এ পরীক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করবে বুয়েট কমপিউটার সেন্টার।

যন্ত্রসংগ্রহে করিৎকর্ম

কমপিউটারায়িত পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ)টি **Dell** ব্রান্ডের কমপিউটার সরবরাহ করছে সিসকম। ৪২টির মধ্যে ৩২টি 486SX আর ১০টি 486DX মেশিন/ ক্রিয়োজন নেবার পূর্ণ নিশ্চয়তা থেকে শুরু করে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে মেশিন সরবরাহের ফরমায়েশ নিয়েছে সিসকম।

এ প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী **শাহদুল হক** বলেছেন, এ প্রকল্পের সবচাইতে চমকপ্রদ দিক হলো– বুয়েট খুবই অল্প সময়ের মধ্যে একাজের প্রকিউরমেন্ট শুরু করেছে। দরপত্র আহবান হতে শুরু করে সমস্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া এত অল্প সময়ে সম্পন্ন করার কারণে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের কর্মতৎপরতা ও গতি দেখে সবাই আবার মুগ্ধ হয়েছেন। যন্ত্র, পদ্ধতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে এমনটি সম্ভব। আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে প্রকল্পের কথা চিন্তা করে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে তার বাস্তবায়ন অবাক করার মত ব্যাপার বটে।

৪২টি কমপিউটার সরবরাহের অর্ডার পাবার এক সপ্তাহের মধ্যে অর্ডারের একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৪টি কমপিউটার সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী কয়েকদিনে মধ্যেই বাকীগুলো সরবরাহ করা হবে।

মাল্টিলিংকের পরিচালক শহিদুজ্জামান জানান, এ প্রকল্পে প্রিন্টার সরবরাহের দায়িত্ব পেয়ে তাঁরা গৌরববোধ করছেন। সরবরাহকৃত প্রিন্টারের কোন ত্রুটি দেখা দিলে তারা অনতিবিলম্বে তা পরিবর্তন করে দেবেন। ❑